আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন বিশ্বজুড়েই প্রযুক্তিজগতের অন্যতম আলোচিত বিষয়। তা নিয়ে এ দেশের তরুণদেরও ব্যাপক আগ্রহ তাই প্রত্যাশিত বিষয়। এরই সাক্ষাৎ প্রমাণ মিলল দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামালের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে ‘শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর’।

বিজ্ঞাপন

এটি স্থাপিত হয়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) ক্যাম্পাসে।

আশা করা হচ্ছে, দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের এক বড় মাইলফলক হতে যাচ্ছে এই আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরের প্রতিষ্ঠা। তথ্য-প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে ১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত দিয়ে আজ বুধবার এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।

ইনকিউবেটরটি নিয়ে শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আগ্রহ এতটাই বেশি ছিল যে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। এরই মধ্যে এখানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন দেড় শ তরুণ। অপেক্ষায় আছেন অন্তত ৫০০ জন। আছেন বিভিন্ন তরুণ উদ্যোক্তাও। এই বিজনেস ইনকিউবেটরে রয়েছে সমৃদ্ধ আধুনিক ল্যাবরেটরি।

জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক ও চুয়েট অধ্যাপক এম মশিউল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটছে মূলত ইন্টারনেটের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযোগের মাধ্যমে। এই বিপ্লবের যুগে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অবস্থান করে যে কেউ সৃষ্টিশীল-ব্যতিক্রমী কোনো আইডিয়া স্টার্টআপের মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে জানান দিতে পারেন। সঙ্গে রয়েছে মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের হাতছানি। সৃষ্টিশীল তরুণরা হয়ে উঠতে পারেন একেকজন সফল উদ্যোক্তাও। আমরা আমাদের তরুণদের সে সুযোগ করে দিতে যাচ্ছি। ’

দেশে এত বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে চুয়েটকে কেন বেছে নেওয়া হয়েছে–জানতে চাইলে এম মশিউল হক বলেন, অনেকেই আগ্রহী থাকলেও এত বড় জমি দিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। ২০১৩ সালে প্রথমেই প্রস্তাবটি লুফে নেয় চুয়েট।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে চুয়েট। ক্যাম্পাসের প্রায় পাঁচ একর জায়গার ওপর নির্মাণ করা হয়েছে এই আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর। এখানে ২৫০ জন উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সার ও সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সেবা-পরামর্শ দিয়ে ব্যবসার বিকাশে সহায়তা দেওয়া হবে।

এখানে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে চুয়েট কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক মশিউল হক বলেন, ‘এখনই টাকা আয় আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। আমাদের প্রধান ফোকাস হচ্ছে, আইটি খাতে দেশের তরুণদের কাছ থেকে স্টার্টআপ বিজনেস আইডিয়া নেওয়া এবং বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে সেই আইডিয়াকে সফল করে তোলা। ’

চুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বিশ্বে তাক লাগিয়েছে চীন ও ভারত। চুয়েটে শেখ কামাল বিজনেস ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ।

চুয়েটের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম জানালেন, শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর প্রকল্পের আওতায় ৫০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১০ তলা ইনকিউবেশন ভবন এবং ৩৬ হাজার বর্গফুটের ছয় ও চারতলা দুটি বহুমুখী প্রশিক্ষণ ভবন তৈরি করা হয়েছে। ইনকিউবেশন ভবনে

রয়েছে স্টার্টআপ জোন, ইনোভেশন জোন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিক জোন, ব্রেইনস্টর্মিং জোন, এক্সিবিশন সেন্টার, ই-লাইব্রেরি জোন, ডাটা সেন্টার, রিসার্চ ল্যাব, ভিডিও কনফারেন্সিং কক্ষ ও সভাকক্ষ। এ ছাড়া ব্যাংক ও আইটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক কর্নার, সাইবার ক্যাফে, ফুড কোর্ট, বিনোদনের ব্যবস্থা ও মিডিয়ার জন্য নির্ধারিত স্থান থাকবে।

অন্যদিকে প্রশিক্ষণ ভবনে রয়েছে ২৫০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সুসজ্জিত মিলনায়তন এবং ৫০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক চারটি কম্পিউটার ল্যাব কাম সেমিনারকক্ষ।

পাশাপাশি আছে প্রতিটি ২০ হাজার বর্গফুট আয়তনের চারতলা পৃথক দুটি (একটি নারী, একটি পুরুষ) ডরমিটরি।

এ ছাড়া স্থাপন করা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাব, মেশিন লার্নিং ল্যাব, একটি অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোন, বিদ্যুতের একটি সাবস্টেশন ও সৌরবিদ্যুতের প্যানেল।

আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সমাবেশসহ উদ্যোক্তাদের আবাসিক সংস্থান, অফিস সরঞ্জাম ও প্রশাসনিক সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে বিভিন্ন তথ্য-প্রযুক্তি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অফিস। এরই মধ্যে চালডাল.কম, ক্লিকপ্যাড, এলজি-বাটারফ্লাই কম্পানি তাদের অফিস নিয়েছে এখানে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে নতুন সাজে সেজেছে চুয়েট ক্যাম্পাস। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর গণভবন প্রান্ত থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, শেখ জামাল ডরমিটরি ও রোজী জামাল ডরমিটরির শুভ উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে আরো যুক্ত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।